পত্র - ৫

একক ১ ❑ মূল্যায়ন (Evaluation)

গঠন

১.১ ভূমিকা **(Introduction)**

১.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১.৩ মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা **(Historical Development of Evaluation and Various Reports and Recommendations : A synoptic view.)**

১.৪ মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি **(Meaning, Nature and scope of Evaluation)**

১.৫ শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন **(Evaluation and Measurement in Education)**

১.৬ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন **(Examination and Evaluation)**

১.৭ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান **(Place of Evaluation in Pre-primary Education)**

১.৮ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

১.৯ অনুশীলনী **(Exercises)**

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints to check your progress)**

১.১ ভূমিকা

এই এককটি এই পত্রের প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মূল্যায়ন সম্পর্কে জানব। এই অধ্যায়টি নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক স্তর।

এই অধ্যায়ে প্রথমে আমরা আলোচনা করব মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস। মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আমরা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্য পাই।

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া ছাড়াও অন্যসব দিক দেখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪) সুপারিশে মূল্যায়ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) ঘোষণায় পরীক্ষা সংস্কারের জন্য মূল্যায়নের কথা পুনরায় বলা হয়।

এই এককের এর পরের অংশে আলোচনা করা হয়েছে মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি। এখানে আমরা জানব শিক্ষা এবং মূল্যায়ন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মূল্যায়নের পরিধি অনেকটাই ব্যাপক। কারণ মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য পূরণের যাচাই করা যায়, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ যাচাই করা যায়, তাদের ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়া যায়, শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া যায় ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে জানব যে পরিমাপ এবং মূল্যয়নের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও পার্থক্যই বেশী।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে আলোচনা করা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের গুরুত্ব। এই অংশে মূল্যায়ন শিক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি—

- মুল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি জানতে, বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন;
- পরীক্ষা এবং মুল্যায়নের সম্পর্ক এবং পার্থক্য করতে পারবেন;
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান নির্ধারণ করতে পারবেন।

১.৩ মূল্যায়নের উদ্ভবের ইতিহাস এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশ : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মূল্যায়ন ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পরবর্তী কাজ হল পাঠক্রম সংগঠিত করা। এটি হল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠক্রমের অনুশীলন চলে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে জানার দরকার হয় শিক্ষার্থী তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে বা লক্ষ্য অর্জনের পথে সে কতখানি সাফল্য পেরেছে। স্বাভাবিক ভাবেই মূল্যায়নের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু সেই মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে মূল্যায়নের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করা হল ঃ

প্রাচীন সাহিত্য থেকে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরণের প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে। Gileadite জর্ডন নদী অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তাঁর শত্রু Ephraimitest দের নিধনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ৪২০০০ শত্রুকে তিনি হত্যা করেন।

যতদূর জানা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম আর এক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছিল চীনদেশে। চীনদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর প্রচীনতম পরীক্ষা ব্যবস্থা। তাদের শিক্ষার মূল ভিত্তিই ছিল পরীক্ষা। শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রী (উপাধি) প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পরীক্ষাগুলি পরিচালিত হত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা। শিক্ষার্থীদেব পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের দ্বারা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ ঘটতো। চীনের মহামতি শান (shun) তাঁর কর্মচারীদের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য লিখিত পর্যায়ন গ্রহণ করতেন। এটা ছিল চীনাদের জাতি রীতি।

ভারতবর্ষে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে বোঝায় বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথাগত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে আচার্য বা গুরু শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতেন। যোগ্যতা

বিচার হতো শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে। শিষ্যদের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করাতে হত তা যথাযথ পালন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হত তা যথাযথ পালন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে আচার্য মূল্যায়নের চেষ্টা করতেন। পরবর্তী বৈদিকযুগে বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা ও বিদ্বৎজনের সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হত। বিতর্ক খুব প্রতিযোগিতামূলক হত। এই ধরনের বিতর্ক শোনার জন্য যথেষ্ট জনসমাগমও হত। বৈদিক গ্রন্থে এই বিতর্ককে বলা হয় 'ব্রহ্মোদয়'। সংস্কৃত সাহিত্য 'বিদ্যাবিবাদ' বা 'বিদ্যাবিচার' এর কথা বলা হয়েছে। বিচার হত বিচারকের সামনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। যে প্রশ্ন করত তাকে বলা হত প্রশ্নিন এবং যে প্রতিরোধ করত তাকে বলা হত 'অতিপ্রশ্নিন'। অনেকের মতে, বাকোবাক্যম্ বলতে এই ধরনের বিতর্ককে বোঝানো হয়েছে। তপোবন, রাজসভা, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে এইসব বিতর্ক বা আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হত। শিক্ষার্থীদের পাণ্ডিত্য বিচারের পর গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত বলে মনে করলে শিষ্যের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হত ঘোষণা করবেন 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ব্রাহ্মণ্যযুগের অন্যতম উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞান যাচাই করা হত। শেষে সকল শিক্ষার্থীকে উপাধি প্রদান করা হত। যিনি প্রথম হতেন তাঁকে উপাধি দেওয়া হত কুলপতি।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয়গুলির উপর পরীক্ষা দিতে হত। এই পরীক্ষা হত মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে। মূল্যায়ন করা হত আবৃত্তি ও উপলব্ধি ক্ষমতা উভয় দিকের উপর। বৃত্তিমূলক জ্ঞান পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কৌশল ব্যবহার করা হত। শিক্ষার্থীর এই মূল্যায়ন এককভাবে একজন শিক্ষকের দ্বারা না করিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের দ্বারা মিলিতভাবে করানো হত। নালন্দার মত বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাপকমণ্ডলী এই পরীক্ষা গ্রহণ করলেও কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানের জন্য রাজসভাতেও উপস্থিত করানো হত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীদের 'স্থবির', 'বহুশ্রুত', 'পণ্ডিত' প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হত। বিক্রমশীলা মহাবিহারেও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। এই পরীক্ষাও ছিল মৌখিক ধরনের। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, উপাধ্যায়, ইত্যাদি উপাধি দেওয়ার রীতি ছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষদিক থেকে ভারতে মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটে। ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে, নতুন আর এক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। মধ্যযুগের এই ইসলামিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি জানার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতেন। শিক্ষক প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের কিছু কাজ দিতেন। সেগুলি শিক্ষার্থীরা ঠিকমত করতে পারছে কিনা তা দেখতেন। এরপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হত। শিক্ষক যখন মনে করতেন শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে তখন তাদের মূল্যয়ন করতেন। সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরের শিক্ষার বিষয়সমূহ শিক্ষা শুরু করতেন। শিক্ষক কেন্দ্রিক এই ধরনের মূল্যায়ন ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হত সার্বজনীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত।

1840 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোস্টন শহরে লিখিত পরীক্ষার প্রচলন শুরু হয়। পরে ক্রমশ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে তখন শিক্ষার দায়িত্বকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ব্রিটিশ

শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল 1854 খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচ। এই ডেসপ্যাচে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ তার মধ্যে একটি ছিল— লন্ডন বিশ্ব বিদ্যালয় এর ধাঁচে কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এদের উদ্দেশ্য হবে পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং ডিগ্রী প্রদান করা। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বলা যেতে পারে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রিক। এই পরীক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিমাপ করা হত বলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হত না। শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এর ফলে যেহেতু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কোন বয়সে একটা চাকুরী পাওয়া সম্ভবনা থাকতো, তাই পরীক্ষায় নানা অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কার্যত ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্য স্থায়িত্ব লাভ করে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অথচ সারা পৃথিবীতে আমরা আধুনিক শিক্ষার হাত ধরে মূল্যায়নের ধারণা দ্রুত বদলাতে থাকে। পরীক্ষার পরিবর্তে সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে অনুভূত হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার-এর প্রয়োজন হতে থাকে।

ভারতবর্ষে 1917-19 খ্রীষ্টাব্দের Calcutta University Commission বা স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিল বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য Board of Secondary Education গঠনের। 1944 খ্রীষ্টাব্দে Central Advisory Board-এর রিপোর্টে (Sargamt Plan) প্রকাশিত হয় যে, বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম আধুনিক নয়। প্রতি পনেরজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে সুযোগ পেতে সক্ষম। সেখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশটি ছিল ঃ "Every attempt should be made to devise and standardised objective type tests for use in this country so that they may supplement and ultimately replace the old type of examinations."

1947 খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। 1948 সালে গঠিত হয় University Education Commission বা Radhakrishnan Commission। কমিশন বলেছেন, "যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা একটি মাত্র সংস্কারও সুপারিশ করি তাহলে তা হবে পরীক্ষা সংস্কার ("We are convinced that if we are to suggest one single reform in University education, it should be that of examination.") কমিশন এমনও বলেছিলেন যে, পরীক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে তার আমূল সংস্কার আরও বেশি প্রয়োজন। কমিশনের অভিমত ছিল শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষাই হল বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাথমিক কর্তব্য। পরীক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত করতে হলে বস্তুধর্মী পরীক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান পরীক্ষার মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের কাজকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। শ্রেণিকক্ষের কাজের জন্য প্রতিটি বিষয় পূর্ণমানের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট রাখাহবে। প্রথম ডিগ্রীর তিন বছরের পড়া কেবলমাত্র একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা যুক্তিসম্মত নয়। সমগ্র সাধনমার্গে তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ Unit-এ ভাগ করে নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

1952-53 খ্রীষ্টাব্দে Secondary Education Commission (Mudaliar Commission 1952-53) পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রসঙ্গে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন ঃ

(i) রচনাধর্মী প্রশ্নকে যতটা সম্ভব কমিয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) প্রতিটি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য উপযুক্ত নথি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) বিদ্যালয়ের তৈরি শিক্ষার্থী সংক্রান্ত নথিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iv) গ্রেডিং প্রথার প্রচলন করতে হবে।

(v) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাশেষে Public পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রদত্ত শংসাপত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা তৈরি নথিরও প্রতিফলন থাকবে।

কমিশনের মতে কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে প্রমোশন দেওয়া চলবে না, সেই সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষার্থীর অন্যান্য কাজকর্মের রেকর্ডও বিবেচনা করতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করতে হবে।

কমিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়। কোন একটিকরে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কেবল অভ্যন্তরীণ অথবা বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভ কিংবা তার পেশা স্থির করার জন্য তার সামগ্রিক পরিচয় লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই কারণে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দৈনন্দিন যে সব কাজকর্ম সম্পাদন করে সারা বছর ধরে তার একটি রেকর্ড রাখা জরুরী। এই ধরনের রেকর্ডে বিভিন্ন প্রকার আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, যে সব সামাজিক কাজকর্মে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থীর সমগ্র কর্মজীবনের পরিচয় এখানে থাকবে। দেশের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুদালয় কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে All India Council for Secondary Education (AICSE) গঠিত হয়। AICSE র কাজের প্রসঙ্গে সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন ".....an organisation to advice the Government of India and State Governments on the manner in which the recommendations of the commission could be effectively implemented."

এর পরবর্তীকালে ভারতসরকার 1964 সালের 14 ই জুলাই একটি প্রস্তাবনার দ্বারা আর একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন, যা কোঠারি কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন 1964 সালের 2রা অক্টোবর কাজ শুরু করে 1966 সালের জুন মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। বিদ্যালয় স্তরে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমিশন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির প্রভূত সংস্কার সাধন ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও নমনীয়তা আমার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কমিশনের মতে, মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর মূল্যায়ন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যায়ন একদিকে যেমন শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ করে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সুতরাং মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, বহিঃস্থ পরীক্ষা, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative record card) প্রভৃতির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপর উপর জোর দেওয়া দরকার।

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) নিম্ন প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন ঃ (i) শিশুদের উপযুক্ত অভ্যাস, মৌলিক দক্ষতা এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবণতা সৃষ্টির কথা মাথায় রেখে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কার্যকরী করার চেষ্টা করতে হবে। (ii) প্রথম শ্রেণি

থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত একটা অবিভক্ত ইউনিট হিসাবে স্থির করে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলার সুযোগ দিতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে একটি ব্লক হিসাবে গণ্য করে শিক্ষার্থীদের দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, ধীরগতি সম্পন্ন ও দ্রুতগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের গতিধারা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করলে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, তার জন্য শিক্ষকদের অরিয়েন্টাশন কোর্স এবং রিফ্রেসার কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।

(২) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন ঃ কমিশন বলেন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এখানে শিক্ষক নিজেই তৈরি করবেন ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষার সূত্র। প্রতিটি ছাত্রের জন্য সহজ ধারাবাহিক বিবরণ পত্র সংরক্ষণ এবং সেই অনুসারে শিক্ষার্থীকে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শেষে যথাযথ উপায়ে শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে সাময়িক সমীক্ষা (Periodic Survey) করা যেতে পারে। রাজ্য মূল্যায়ন সংস্থা (State Evaluation Organisation) দ্বারা নির্মিত প্রশ্নপত্র নিয়ে জেলার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীক্ষা পরিচালনার মান করতে পারেন।

(৩) প্রাথমিক স্তরের পাঠ শেষ হলে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র দিতে পারে। তবে সেই সঙ্গে বিদ্যালয়কে কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড (CRC) এবং বিদ্যালয়ে গৃহীত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টও দিতে হবে।

(৪) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনা বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরো বেশী ব্যাপক করতে হবে। বহিঃ পরীক্ষার সবকিছু এবং বহিঃ পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যায় না এমন বিষয়গুলিও এর মধ্যে স্থান পাওয়া দরকার যেমন— শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচিকে নিয়ে হবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শংসাপত্র প্রদানের জন্য কৃতিত্ববিচার করা ছাড়াও এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে যেন সাহায্য করতে পারে।

দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, সমাজের আধুনিকীকরণ, জাতীয় সংহতির কর্মসূচিকে সার্থকতা দানের জন্য শিক্ষার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে ভারত সরকার 1968 খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) এবং যাথার্থ্যতা (Validity) ভিত্তিক প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। সংকীর্ণ অর্থে আমরা যাকে পরীক্ষা বলি, ব্যাপকতর অর্থে তা-ই মূল্যায়ন। মুল্যায়ন হল একটি ক্রমাগত বিরামহীন প্রক্রিয়া, তাই প্রচলিত পরীক্ষাকে মূল্যায়নে রূপান্তরিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত কোন একটি সাময়িক কাজের গুণ বিচার এর পরিবর্তে বিরামহীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই হবে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা বা সাফল্য এবং মান উন্নয়নের নির্দেশক মাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে National Policy of Education—1968-তে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশের বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে— "A major goal of examination reforms should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evoluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at 'certifying' the quality of his performance at a given moment of time."

মূল্যায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে 1986-এর জাতীয় শিক্ষানীতির বক্তব্যও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে। ভারত সরকারের ঘোষিত এই শিক্ষা নীতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রস্তাবগুলি হল—

(i) পরীক্ষা হবে নৈব্যক্তিক ধরনের, অর্থাৎ নৈব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) মুখস্থবিদ্যার উপর গুরুত্ব যথাসম্ভব কমাতে হবে।

(iii) সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে।

(iv) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদেরও এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

(v) সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় সাপেক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তন করতে হবে এবং সেইসঙ্গে পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

(vi) উন্নত পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষণ পদ্ধতির অনুকূল ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

(vii) মাধ্যমিক স্তর থেকে সেমিস্টার প্রথা চালু করতে হবে।

(viii) নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করতে হবে।

(ix) বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্য হ্রাস করে প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল্যায়নকেই স্বাভাবিক ও অব্যাহত প্রবাহ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে NPE 1986 এর সুপারিশে বলা হয়েছিল— ".....National Examination Reform framework would be prepared to serve as a set of guidelines to the examining bodies, which would have the freedom to innovate and adopt the framework to suit the specific situations."

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—১ (Check your Progress—1)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) বিক্রমশীলা মহাবিহারে শিক্ষার্থীদের কি কি উপাধি দেওয়া হত?

খ) Board of Secondary Education গঠনের প্রস্তাব কোন কমিশন করেন?

গ) মূল্যায়ন সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের একটি সুপারিশ লিখুন।

১.৪ মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি

(ক) মূল্যায়নের অর্থ ও প্রকৃতি ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মূল্যায়ন। শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন বিষয়টিরও তাৎপর্য বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? আভিধানিক অর্থে 'মূল্যায়ন' হল কোনো কিছুর উপর মুল্য আরোপ করা। কিন্তু কিসের ওপর মূল্য আরোপ? শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পাদিত আচরণের উপর মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ন। আবার যেহেতু ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী সামাজিক জীব তাই তার আচরণ ধারা সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণ ধারার মূল্যায়ণ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেগুলিকে 'ভালো' বা 'মন্দ', 'ঠিক' বা 'ভুল' বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দ্বারা আচরণ পরিবর্তন কাঙ্খিত পদক্ষেপ।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে মূল্যায়ণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গেও বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আসলে, শিক্ষার্থীরা পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে তা যাচাই করার পদ্ধতিই হল মূল্যায়ন। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বা সার্বিক ঠিকানা সাধন। সুতরাং মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতিই যাচাই করা হয় না, শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, বোধ, দক্ষতা ইত্যাদির যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি তার আবেগমূলক বা প্রক্ষোভ মূলক বিকাশ, চিন্তন ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি, যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার ও বিকাশ ঘটে; তার সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, বিকাশ ঘটে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। কার্যত বিকাশ ঘটে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তি সত্তার। অতএব, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকের সম্পাদিত আচরণ ধারার মূল্য বিচার বা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিচার করণের প্রক্রিয়া।*

আবার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার কোনো বিচ্ছিন্ন বিচারকরণ নয় বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিদিন শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তার লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় মূল্যায়নে। সুতরাং মূল্যায়ন হল একটি অবিচ্ছিন্ন তথা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশন (1964-66) তার প্রতিবেদনে বলেছেন— "It is now agreed that evaluation, a continues process, forms an integral part of the total system of education."

আবার Nicto, Rawtree প্রমুখ শিক্ষাবিদ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন— "Evaluation in Education is such a continuous and endless process through which we can make judgement and take decisions about the aims and success of education comprehensively in the various contemporary perspectives."

মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বর্তমান সম্পাদিত আচরণেরই মূল্য নির্ধারণ করে না, শিক্ষার্থীর কোনো বর্তমান আচরণের উপর মূল্য আরোপ করার সময় পটভূমি বা প্রেক্ষাপট হিসাবে অতীত আচরণগুলিকে

* মূল্যায়নের সংজ্ঞার হিসাবে এজন্য Wesley বলেছেন— "It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value and effectiveness of desired outcomes. It is compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate."

বিচার করতে হয়। শিক্ষার্থীর কোনো আচরণ তার তাৎক্ষণিক মূল্যে বিবেচিত হয় না, তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়োজন হয়। তাই সেই দিক থেকে দেখলে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে— ব্যক্তির সম্পাদিত আচরণকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য আরোপিত করার প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন। (Evaluation is the act of placing value of a performed behaviour in the light of the past performances and future possibilities.)। সুতরাং মূল্যায়ণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক।

কুইলেন ও হ্যান্না (Quillen and Hanna) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে ধারণা তুলে ধরেছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের মতে মূল্যায়ণ—

(i) শিশুর আচরণধারার সামগ্রিক বিচার বিবেচনার কৌশল নির্ধারণ করে।

(ii) শিশুর সদা পরিবর্তনশীল বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

(iii) একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণ ও শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কার্য করে।

(iv) শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে।

(v) শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝাই যায় যে, শিক্ষা এবং মূল্যায়ন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সেই কার্যধারার ফলশ্রুতি বিচার করার জন্য মুল্যায়ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এর সন্ধান পাওয়া যায়—

(i) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,

(ii) শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি তথা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং

(iii) মূল্যায়ন কৌশল

অধ্যাপক বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) মূল্যায়ণের ধারণাটি ত্রিমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ব্লুম (Bloom) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ককে একটি ত্রিভুজের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ঐ তিনটি বিষয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক। বেঞ্জামিন ব্লুম এর বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং দুটি কৌণিক বিন্দুতে অবস্থান করে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন কৌশল। ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুতে অবস্থিত তিনটি উপাদান বা দিক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং মুল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া নয়। তাই বছর শেষে একটি মাত্র লিখিত বা মৌখিক অথবা উভয় প্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করে, শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতা, গুণ ও যোগ্যতার বিচার যুক্তিসম্মত নয়। উদ্দেশ্যভিত্তিক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিদ্যালয়ে সারা বছর পঠন-পাঠন কার্য পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগ মূলক ক্ষমতা, আচার-আচরণ ও রুচির প্রগতিমূলক পরিবর্তন অবিচ্ছেদ্য ভাবে আসতে থাকে। সেজন্য সার্থক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন—

(i) সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপী শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ রাখা,

(ii) সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপী শিক্ষার্থীর জীবনের বিকাশের পরিবর্তনের বিবরণ,

(iii) পরিবর্তনের ধারা কতটুকু উন্নয়ন ধর্মী, তার সার্থকতা বিবেচনা করা,
(iv) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিবরণ।

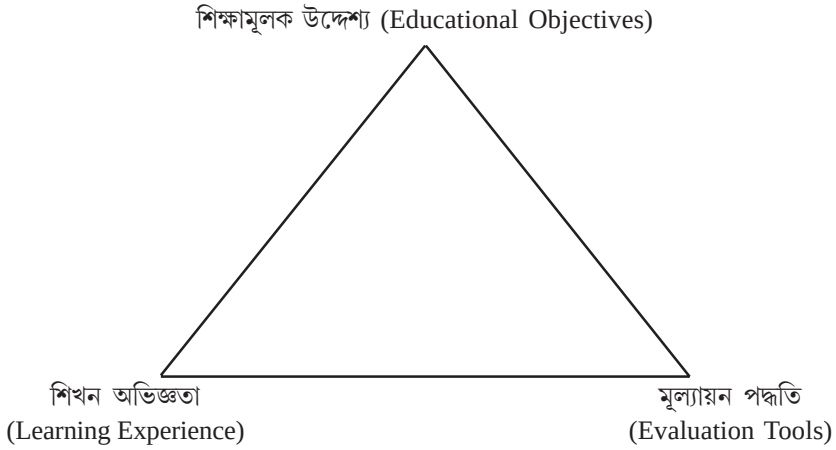

ব্লুমের বর্ণিত মূল্যায়ণ ত্রিভূজের চিত্ররূপ

মনোবিদ Gronland অধ্যাপক Bloom এর এই ত্রিমুখী মূল্যায়ন ধারণার সঙ্গে আরো একটি মাত্রা সংযোগ করেছেন। এই মাত্রাটি হল বিচারকরণ বা Value judgement। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কতকগুলি কৌশলের শুধুমাত্র সমষ্টিই নয়, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর মূল্য আরোপ করার একটি কাজ থাকে। মূল্য আরোপের কাজটি যিনি করেন তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কিছু ভূমিকা মূল্যায়নে থাকে। তাঁর এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়িত আচরণের মান নির্ধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একটি অতিরিক্ত মাত্রা দেয়। সুতরাং মূল্য আরোপকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা মূল্যায়নকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এই প্রসঙ্গে Gronland বলেছেন, "Evaluation includes both qualitative and quantitative description of behaviour plus value judgement concerning the desirability of that behaviour."

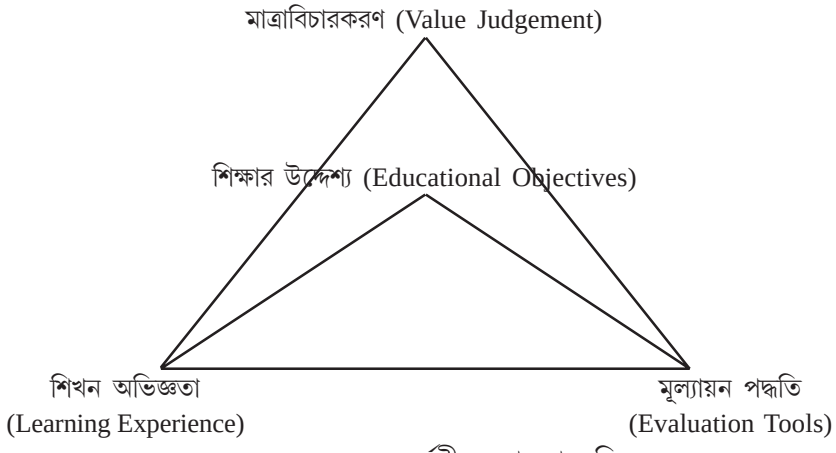

Gronland এর চতুর্মুখী মূল্যায়ণের চিত্র

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মূল্যায়ণের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি উল্লেখ করতে পারি। নিম্নে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

(১) মূল্যায়ন একটি বিজ্ঞানসম্মত, নিয়মবদ্ধ এবং জটিল পরিবর্তনশীল পক্রিয়া।

(২) মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

(৩) মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিচার করে থাকে।

(৪) মূল্যায়ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করে থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হল দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি।

(৫) মূল্যায়ন হল চতুর্মুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— (ক) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য (Educational objectives) (খ) শিখনমূলক অভিজ্ঞতা (Learning Experience), (গ) মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation tools) এবং (ঘ) মূল্য বিচারকরণ বা মাত্রা বিচারকরণ (Value Judgement)।

(৬) শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ণ যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ নির্দেশ করতে পারে।

(৭) মূল্যায়নের প্রধান কাজটিই হল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য কতখানি কার্যকরী হয়েছে তার পরিমাপ নির্ধারণ।

(খ) মূল্যায়নের পরিধি (Scope of Evaluation) ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভূমিকা বা গুরুত্ব অনেকখানি। শিক্ষা প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন সূচিত হয় সেগুলি প্রকাশিত হয় ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত আচরণগুলির মূল্য বিচার করে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি খতিয়ে দেখা হয়, সহজ কথায় শিক্ষার্থীর আচরণগুলির উপর মূল্য আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণগুলির উপর এই ধরনের মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ণের আসল কথা। শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণগুলির সঙ্গে যে যে বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সেগুলির প্রতিটির যথাযোগ্যতা যাচাই করা মূল্যায়নের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(১) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যপূরণের যাচাইকরণ ঃ সচেতন প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেই লক্ষ্যপূরণের পথে বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে তা জানার দরকার হয়। শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে কিভাবে যাচাই করা যায়, যাচাইকরণের ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি বা কৌশল কাজে লাগানো যায়, কি কি উপকরণের সাহায্য নেওয়া যায়, সেগুলি কতখানি উপযুক্ত বা যথার্থ, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মূল্যায়নের আলোচনার অন্তর্গত। কিন্তু মূল্যায়ন বলতে শুধুমাত্র শিক্ষার লক্ষ্যের অগ্রগতিরই মূল্যায়ন নয়, তার সঙ্গে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, যে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, সর্বোপরি সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারও যথার্থতা সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা মূল্যায়ণের আলোচনার পরিধিভুক্ত। সুতরাং মূল্যায়ন হল—

(ক) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন

(গ) পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন

(২) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের যাচাইকরণ ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর

সর্বাঙ্গীন বিকাশের গুরুত্বের উপর। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ হল শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই তার অন্যান্য দিকগুলির বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের অগ্রগতি ও তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারাই। কাজেই শিক্ষার্থীর সমস্ত দিকের যথাযথ অগ্রগতি জানা অত্যন্ত জরুরী আর এইজন্য অগ্রগতি জানার পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশলের বিভিন্ন প্রকরণ, তাদের কার্যকরী করার ব্যবস্থা প্রভৃতি মূল্যায়ণের আলোচনার অন্তর্গত বিষয়।

(৩) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস প্রদান ঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশগত অবস্থা কেমন বা সেগুলির বর্তমান অবস্থা কিরূপ তা জানা জরুরী। কারণ শিক্ষার্থী তার নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে কতখানি দূরে বা সে কতখানি লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে তা জানা যায় কিন্তু শিক্ষার্থীর এই বর্তমান অবস্থাটি জানাই একমাত্র কাজ মূল্যায়নের নয়। শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা যাচাই করে বিচার বিশ্লেষণ করে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃতি সেইসঙ্গে তার পরিবেশগত অবস্থা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষামূলক পরিস্থিতি কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। এই পূর্বাভাস করতে পারে মূল্যায়ন। সুতরাং সেদিক থেকে বলা যায় মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ বা যাচাই করে না, ভবিষ্যৎ-এর পূর্বাভাস সে প্রদান করে।

(৪) শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান ঃ আগেই আমরা দেখেছি মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক ধারণা। আর এজন্য শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের নানা দিকের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও বিচার করে তাকে নির্দেশনা দানের কাজটিও করা যায়। বস্তুত বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান কাজও হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশমা দান। শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনাও স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়নের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এজন্যই বলা হয় মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দানের কাজও করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—২ (Check your Progress—2)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) মূল্যায়নের দুটি চরিত্র লিখুন।

খ) মূল্যায়নের দুটি পরিধি লিখুন।

গ) মূল্যায়নের চতুর্মুখী প্রক্রিয়ার চতুর্মুখ কি কি?

১.৫ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ ও মূল্যায়ন

'মূল্যায়ন' শব্দটি আধুনিক ধারণার অন্তর্গত। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হতে হতে তার আধুনিক রূপ লাভ করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই মূল্যায়ন শব্দটির প্রায় সমার্থক হিসাবে আমরা অনেক সময় পরিমাপ শব্দটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শব্দ দুটি অর্থাৎ পরিমাপ ও মূল্যায়ণ সমার্থক নয়। কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে যখন কোন বস্তু ঘটনা ইত্যাদিতে সাংখ্যমাস প্রদান করা হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিমাপ। Tyler র মতে, পরিমাপ হল স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা প্রদানের প্রক্রিয়া। Halmstadter-এর মতে, পরিমাপ হল কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে রয়েছে তার সংখ্যামূলক বিবরণ। Nunnaly এর মতে, পরিমাপ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বস্তুর পরিমাণগত দিক নির্দেশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে বস্তুতে সাংখ্যামান আরোপ করা হয়। পরিমাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"Measurement consists of rules for assigning numbers to objects in such a way as to represent qualities of attributes."

আবার পরিমাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে J.P. Guilford বলেছেন— "Measurement means the description of data in terms of numbers and thus, in term, means taking advantages of the many of benefits that operate with numbers and mathematical thinking process."

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে পরিমাপ ও মূল্যায়নের কতকগুলি পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল—

(১) পরিমাপ একটি নির্দিষ্ট এবং সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিমাপের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বা ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মুল্যায়নের দ্বারা ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সকল বৈশিষ্ট্যের বা ক্ষমতার গুণগত মান নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কোন একজন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান জানা যায় পরিমাপের দ্বারা কিন্তু তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোবিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির গুণগত মান নির্ধারণ সম্ভব হয় মুল্যায়ণের দ্বারা।

(২) পরিমাপ হল আংশিক প্রকৃতির। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও আচরণগুলিকে পৃথক পৃথক অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনাকরা হয়। যেমন, আমরা যখন শিক্ষার্থীর ভূগোল জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিমাপ করি, তখন তা বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক ভাবে। কিন্তু মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতি বিবেচনা করা হয়। সেই অর্থে মূল্যায়ন হল সামগ্রিক প্রকৃতির।

(৩) পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধীতজ্ঞান বা অর্জিত অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে সাময়িকভাবে কোনো পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু মুল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিকাশশীল মানবশিশু বা শিক্ষার্থীর ক্রম পরিবর্তনশীল ব্যক্তিসত্তার যথাযথ মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

(৪) পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের শুধুমাত্র পরিমাণগত দিকটি জানা যায়, শিক্ষার্থীর গুণগত দিক সম্পর্কে তেমন কোন বিষয় জানা যায় না। অন্যদিকে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিকই প্রকাশিত করে।

(৫) পরিমাপের ফলে প্রাপ্ত ফল শিক্ষকের কাছে সবসময় তাৎপর্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে; কিন্তু মূল্যায়ন যেহেতু শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় তাই সেটি শিক্ষকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(৬) পরিমাপের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ উভয়ই কম প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থীর কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার জন্য একটি অভীক্ষার প্রয়োগই যথেষ্ট। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একাধিক অভীক্ষার প্রয়োগ করতে হয়, একাধিক কৌশলের সাহায্য নিতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ উভয়ই বেশী প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় শিক্ষাগত মুল্যায়ণ-এর পরিধি অতি ব্যাপক। শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীর সমস্ত রকমের আচরণের মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার সমস্ত রকমের আলোচনা, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা তথা পাঠ্যক্রম এর মূল্যায়ন, শিক্ষাপদ্ধতির মূল্যায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন সমস্ত কিছুই আধুনিক মূল্যায়নের আলোচনার বিষয় বস্তুর অন্তর্গত।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৩ (Check your Progress—3)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) পরিমাপ কাকে বলে?

খ) পরিমাপের দুই উদাহরণ দিন।

গ) পরিমাপ ও মূল্যায়নের একটি পার্থক্য লিখুন।

১.৬ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পরীক্ষা (Examination)

বাংলা পরীক্ষা শব্দটির ইংরাজী কথা হল 'Examination', 'Examination' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Examen' থেকে, এর অর্থ হল দাঁড়ি পাল্লার কেন্দ্রদণ্ড, অর্থাৎ এর অর্থ হল কোন কিছুর পরিমাণ পদ্ধতি। সাধারণভাবে 'পরীক্ষা' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা কোনো নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই পরীক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সিক্ষাদান পদ্ধতি। এই কাদ্মজ করেন শিক্ষক। কিন্তু কোনো কিছু শেখানোর পরই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষককে মানতে হয় যে তার শিক্ষার্থী

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু কতখানি রপ্ত করেছে বা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা। আর এই বিষয়টি জানার জন্যই প্রয়োজন হয় পরীক্ষার। শিক্ষাদান কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারায় যে পরিবর্তন আসে তা পরিমাণ করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। কার্যত শিক্ষার্থী তার শিক্ষার নির্দিষ্ট স্তরে কি শিখেছে, কতটুকু শিখেছে তার প্রামাণ্য পরিচয় হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শব্দ দুটিকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অথচ এই দু'টি পদ্ধতির লক্ষ্য ও কর্মধারার মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিমাপ করা হয় আর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার সামগ্রিক পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বিভিন্ন গুণাবলীর পরিমাণ করা হয়। মূল্যায়নের পরিধি যতখানি ব্যাপক ঠিক ততখানিই সংকীর্ণ হল পরীক্ষার ক্ষেত্র।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of Examination) :

(১) শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ ঃ শিক্ষার্থী শিক্ষার একটি স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করল তার পরিমাপ করা পরীক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর ত্রুটি নির্ণয়ে সাহায্য করা ঃ পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর ত্রুটি নির্ণয় যেমন হয় তেমনি শিক্ষার্থীর ত্রুটি দূর করে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত গুণ ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ঃ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যেমন পরিমাপ করা যায় তেমনি দ্বারা তার মানসিকতা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন বা চর্চা প্রভৃতি গুণগত দিকগুলির বিকাশের অবস্থা জানা যায়।

(৪) পরবর্তী শিখনে প্রেষণা সঞ্চার ঃ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে যেমন একটি ধারণা-লাভ করতে পারে তেমনি সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শিখনের প্রস্তুতির জন্য প্রেষণা লাভ করে।

(৫) পরবর্তী উচ্চতর স্তর বা শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ঃ পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে এক শ্রেণি থেকে তার পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়।

(৬) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিশারী ঃ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল দেখে শিক্ষক অনেক সময় বিচার করতে পারেন শিক্ষার্থীর প্রবণতা কোন দিকে এবং সেই অনুসারে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। উচ্চতর শিক্ষার কোন দিকে শিক্ষার্থীর ঝোঁক বা সক্ষমতা আছে তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

(৭) শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা পরিমাণ ঃ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা পরিমাণ করা যায়, কারণ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলে শিক্ষকের যোগ্যতা ও পারদর্শিতাও সক্ষমে দায়ী।

(৮) শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের যথাযোগ্যতার বিচার ঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষাদান কালে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার যথাযোগ্যতা এবং অনুসৃত পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যথোপযুক্ত কিনা তা যাচাই করা যায়।

(৯) শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ঃ শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা পেশাগত জীবন। এই বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষমতা বা সামর্থ্য এবং বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর। পরীক্ষার

মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও প্রবণতা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে তাকে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া যায়।

(১০) কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ঃ যে কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কর্মীদের উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। সেজন্য সীমিত সংখ্যক কর্মীকে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রদর্শন করে প্রবেশ করতে হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় নির্বাচনের কাজটি ভালভাবেই সম্পন্ন করে পরীক্ষা ব্যবস্থা।

মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Evaluation and Examination):

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন দুটি পদ্ধতিই প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুটি পদ্ধতির মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান। পরীক্ষা খুব সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বিষয় বস্তুর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় কিন্তু মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এইভাবে বিচার করলে মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যেযে পার্থক্যগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

মূল্যায়ন ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য

মূল্যায়ন	পরীক্ষা
(১) মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমুখী।	(১) পরীক্ষার উদ্দেশ্য খুব সংকীর্ণ এবং একমুখী।
(২) মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া।	(২) পরীক্ষা একটি আংশিক প্রক্রিয়া। এটি মূল্যায়ণের একটি অংশমাত্র।
(৩) মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ পরিমাপ করা হয়।	(৩) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বিষয়জ্ঞান পরিমাপ করা হয়।
(৪) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়।	(৪) পরীক্ষায় সাধারণত প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা হয় না।
(৫) মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকের মূল্য বিচার করা হয়।	(৫) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র পরিমাণগত সাফল্য বিচার করা হয়।
(৬) মূল্যায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া।	(৬) পরীক্ষা হল একটি সহজ প্রক্রিয়া।
(৭) মূল্যায়ন নানান কৌশলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।	(৭) পরীক্ষা একক কোণ পারদর্শিতার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়।
(৮) মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটি সময় সাপেক্ষও বটে।	(৮) পরীক্ষা একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া এবং কম সময়েই সম্পন্ন করা যায়।
(৯) মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য ও সম্ভাবনার নির্ধারণ সম্ভব।	(৯) পরীক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব।
(১০) মূল্যায়নে শিক্ষক, শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানেরও মূল্য বিচার করা যায়।	(১০) পরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর মূল্য বিচার হয় তা ও আবার বিষয় জ্ঞানের আংশিক পরিমাপের দ্বারা।

পরীক্ষার প্রকারভেদ (Types of Examination):

শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরীক্ষাকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test)

(খ) লিখিত পরীক্ষা (Written Test)

(গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Test)

(ক) মৌখিক পরীক্ষা ঃ এই ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষক শিক্ষার্থীর (পরীক্ষার্থী) নিকট কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন মৌখিকভাবে। পরীক্ষার্থী পেশ করা সেই সব প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানও করে মৌখিকভাবেই। এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর পঠন ক্ষমতা, গুছিয়ে বলার ক্ষমতা, উচ্চারণের নির্ভুলতা, স্মরণ ক্ষমতা, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, অনেক ক্ষেত্রে পঠনক্ষমতা, রুচি, মেজাজ ইত্যাদি বিচার করা হয়।

(খ) লিখিত পরীক্ষা ঃ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী (পরীক্ষার্থী) লিখিতভাবে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরদান করে লিখিতভাবে। বিষয়ভিত্তিক কতকগুলি প্রশ্নের প্রকৃতি অনুসারে উত্তরদানের এই রীতি বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায়। শিক্ষক বা পরীক্ষক উত্তর পত্রগুলির মান নির্ধারণ করেন। এই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে যেমন—

(i) বড় প্রশ্ন (রচনাধর্মী), (ii) মাঝারি প্রশ্ন, (iii) ছোট প্রশ্ন, (iv) নৈর্ব্যাক্তিক।

(গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা ঃ শিক্ষার্থীর পুঁথিগত তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগধর্মীতা দেখার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের বিষয়জ্ঞানকে মাপার জন্য এই পরীক্ষার প্রচলন দেখা যায়। এই ধরনের পরীক্ষায় যেমন মৌখিক উত্তরদানের প্রয়োজন হয় তেমনি হাতে কলমে কাজের দ্বারাও শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে হয়।

বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (External and Internal Examination)

পরিচালনগত দিক থেকে পরীক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন— (i) বহিঃ পরীক্ষা (External Examination) (ii) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal Examination)।

(i) বহিঃ পরীক্ষা ঃ বিদ্যালয়ের বাইরের কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যখন কোন পরীক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় বহিঃ পরীক্ষা। যেমন— পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা, পঃ বঃ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রতিটি শিক্ষাস্তরের শেষে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান অর্জন করে তা বহিঃ সংস্থা পরিচালিত পরীক্ষায় দ্বারা পারদর্শিতা দেখায়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন, ফলাফল ও তার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র প্রদান সবই করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত ঐ সমস্ত বহিঃ সংস্থাগুলি।

(ii) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ঃ শিক্ষার্থী যে বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা অর্জনের কাজ সম্পন্ন করে সেই বিদ্যালয়ই যখন নিজস্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করে, তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বা অন্তঃ পরীক্ষা। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, যান্মাসিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষা এই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সময় অন্তরে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করার জন্যই এই ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি (Demerits of Conventional Examination System) :

প্রায় কয়েক শতাব্দী পূর্ব হতে আধুনিক পরীক্ষার যে সূত্রপাত ঘটেছিল ভারতবর্ষে তা বিস্তৃত হয়েছিল প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এর বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করা হয়। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ ক্রমে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারও হয়েছে অনেকখানি। বর্তমানে নৈর্ব্যক্তিক থেকে রচনাধর্মী বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নও সংবলিত হয়েছে শুধুমাত্র রচনাত্মক প্রশ্নের পরিবর্তে। তথাপি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ সবার মধ্যেই। পরীক্ষাকেন্দ্রিক এবং পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের বিরুদ্ধে আজ তীব্র সমালোচনা দানা বেঁধেছে সর্বস্তরে কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও যেন কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটিগুলি প্রসঙ্গে। নিম্নে সেই ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক চাপে রাখতে বাধ্য করে। পরীক্ষায় ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে পারিবারিক তথা সামাজিক চাপেরও শিকার হতে শিক্ষার্থীদের। অথচ এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি তাদের কর্মজীবনের প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও খুব একটা সাহায্য করে না।

(ii) পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভাবে বিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষা সূচক কোন কাজ হয় না। এই অভিযোগ অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের।

(iii) পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পিতামাতার বা অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৪ (Check your Progress—4)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) পরীক্ষা শব্দটির উৎপত্তি কি?

খ) পরীক্ষা ও মূল্যায়নের একটি পার্থক্য লিখুন।

গ) লিখিত পরীক্ষার প্রকারভেদ লিখুন।

১.৭ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বয়স ছয়-এর কম। কাজেই এইসময় লিখিত পরীক্ষার ব্যবহার কম। বরঞ্চ এইসময় মূল্যায়ন, মূল্যায়ন-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, শিশুকে বিভিন্ন বিষয় দেখতে, শুনতে, বুঝতে এবং করতে শেখানো এবং কতটা তা পারল তার পরিমাপ করা। কাজেই এই সময় উচ্চশ্রেণীর মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে ধারাবাহিক সুসম্বধ্য মূল্যায়ন অনেক বেশী জরুরী।

এবারে আসা যাক পাঠক্রমে মূল্যায়নের গুরুত্ব কি, তা অনুধাবন করা। পাঠক্রম হল একটি বিশেষ স্তরে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সমস্ত লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং তা পূরণ করার জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিমাপের বিভিন্ন ব্যবস্থা সমস্ত কিছুরই মূল্যায়ন করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে মূল্যায়ন একটি কাঠামোর প্রকল্প প্রস্তুত করে দেয়; এই কাঠামোতে একটি নির্দিষ্ট স্তরে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ কিভাবে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং সাফল্যই নির্দেশ করেনা; বস্তুত মূল্যায়নের দ্বারা পঠন-পাঠন পদ্ধতির ভাল এবং মন্দ দিকগুলি জানা যায়। পাঠ্যক্রমের ত্রুটি, পাঠদানে ব্যবহৃত শিক্ষা সহায়ক উপকরণসমূহ, পাঠ্যক্রম এমনকি মূল্যায়নের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং কিভাবে সেগুলো দূর করা যেতে পারে তাও নির্দেশিত করে দেয়। কাজেই মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিশুর একটি নির্দিষ্ট সময় অগ্রগতির পরিমাপ না করে সমস্ত বছর ধরে শিশুর প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এবং এ সম্পর্কীয় সমস্ত কিছুর খুঁটিনাটির প্রতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে। ঐ সমস্ত তথ্য শিক্ষক/শিক্ষিকা বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশিত করে তা দূর করার জন্য নির্দেশ দেবেন। এর ফলে পরবর্তী মূল্যায়নে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দূর করা যাবে এবং পূর্বের থেকে শিশু কতটা উন্নতি করতে পেরেছে তা বোঝা যাবে। কাজেই পাঠ্যক্রমে মূল্যায়নের স্থান দুটি ঃ প্রথমত সঠিকভাবে শিশুকে পাঠ্যক্রম সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু সরবরাহ করা এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নতি ঘটানো আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, অথবা শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম শেষ করার পরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় সিদ্ধান্ত নেবার জন্যই ব্যবহারের জন্য নয়। যদি মূল্যায়নকে যদি ঐভাবে গ্রহণ করা হয় তবে কিন্তু তা শিখনের পদ্ধতি হিসাবেই ব্যবহার হবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর বিষয় হিসাবেই ব্যবহার হবে এবং শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষক/শিক্ষিকা বা শিক্ষার্থী কাছে একটি সময়ের পরে তা আর প্রয়োজনীয় থাকবে না। তার থেকেও প্রয়োজনীয় হল এর সঙ্গে কিন্তু তবে পাঠ্যক্রমের সম্পর্কও থাকবে না। এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এর ফলে পরীক্ষার, তার পরবর্তী ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ভয়, উদ্বেগ, মানষিক চাপ ইত্যাদির বৃদ্ধি হবে। এর ফল শিশুর ভবিষ্যত জীবনে পক্ষে মোটেই শুভ নয়। কিন্তু যদি মূল্যায়নকে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে শিক্ষার্থী পরীক্ষার সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে উদ্বেগ, ভয় বা আশংকার বিষয় হিসাবে গ্রহণ না করে তা শিক্ষার্থীর শিখনের ত্রুটি নির্ণয়, তার প্রতিকার এবং শিখন কার্যের অগ্রগতির পদ্ধতি হিসাবেই গ্রহণ করবে। পাঠ্যক্রমে মূল্যায়নের পরিধি তাই অনেক ব্যাপক। এর ফলে শুধু মাত্র শিশুর লেখাপড়ার অংশই নয়, শিশুর জীবনের সমস্ত দিক যেমনঃ ব্যক্তি সত্তার বিকাশ, প্রক্ষভের সঠিক নিয়ন্ত্রণ, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার, মনোভাব ইত্যাদির সঙ্গে বিষয় সম্পর্কিত এবং বিষয় বহির্ভূত সমস্ত দিকেরই পরিমাপ করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ এবং মূল্যায়নের গুরুত্ব একই সঙ্গে দেখা উচিত। এর ফলে মূল্যায়নকে পরীক্ষা ব্যবস্থার

একটি সংশোধিত রূপে না দেখে একে ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করলে শিশুর শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপদ্ধতি, বিদ্যালয়, পাঠ্যক্রম, এমনকি পিতা-মাতা, সহপাঠী ইত্যাদি সমস্ত দিকের গুণ, দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ঐ সমস্ত দিকগুলোকে আরো উন্নতি ঘটিয়ে ঐগুলো দূর করে শিশুর আরো অগ্রগতির ক্ষেত্রগুলোকে পরিবর্তন ঘটানো যায়। এমনকি শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও এই ধরনের মূল্যায়ণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা এর ফলে তাদেরও পরিবর্তন ঘটানো ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারবে।

মূল্যায়ন যে যে ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষমতার পরিমাপ করে সেগুলি নিম্নরূপ। এগুলো জানা প্রয়োজন কারণ এগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষার অন্য সব দিক, যেমন ঃ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিখন সহায়ক উপকরণ সমূহ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে মূল্যায় নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রতি গুরুত্ব দেয় ঃ

(ক) বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন দক্ষতা কতটা অর্জন করেছে তা জানা ;

(খ) ওই ক্ষেত্রে কোন কোন দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করা ;

(গ) শিশুর প্রত্যেকটি দক্ষতা, আগ্রহ, প্রবণতা এবং প্রেষণার উন্নতি করা ;

(ঘ) শিশুর শারীরিক সুস্থতা এবং সৃষ্টিশীল জীবনের ভিত্তি গঠন করা;

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর শিখন, আচরণ এবং উন্নতির নিয়ন্ত্রণ করা;

(চ) বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সঠিক সারাদিতে সাহায্য করা;

(ছ) শিশু বিভিন্ন পরিবেশে, অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে যা শিখেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং মূল্যায়ণ করা;

(জ) একা এবং যৌথভাবে শিশু কাজ করতে পারে কিনা তা মুল্যায়ন করা;

(ঝ) বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঞ) সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে কতটা অবহিত হয়েছে এবং তা কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় তা জানা;

(ট) সামাজিক এবং পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হবার ক্ষমতা মূল্যায়ন;

(ঠ) নির্দিষ্ট সময় ধরে শিশু যা শিখেছে তা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

১.৮ সারসংক্ষেপ

শিক্ষায় মূল্যায়নের ব্যবহার দীর্ঘদিনের হলেও খুব প্রাচীন নয়। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কয়েকটি কমিশন তৈরী হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮) বলেছেন যে শিক্ষার যদি সংস্কার প্রয়োজন হয় তবে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার আরো জরুরী। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) সুপারিশ করেন পরীক্ষা সংস্কারের জন্য। কমিশনের মতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার বদলে শিশুর সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা একান্ত জরুরী। তবে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪) সব থেকে জোরালোভাবে মূল্যায়নের সুপারিশ করেন। কমিশন নিম্নস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড ব্যবহারের সুপারিশ করেন। ১৯৮৬ সনের জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণায় ও মূল্যায়নের কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় অংশে মূল্যায়নের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যায়ন কোন

বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয় বরঞ্চ এটি একটি ধারাবাহিক প্রকৃয়া এবং মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রকৃয়াও বটে। মূল্যায়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঃ

(i) শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য,
(ii) শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং
(iii) মূল্যায়ন কৌশল।

এই তিনটি দিক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। গ্রুনল্যান্ড এই তিনটি দিকের সঙ্গে আরো একটি দিক যুক্ত করেছেন তা হ'ল ঃ মাত্রা বিচার করণ, মূল্যায়নের পরিধি ব্যাপক। শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণগুলির সঙ্গে থেকে বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেগুলির প্রতিটির যথাযোগ্যতা যাচাই করাও মূল্যায়নের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় অংশে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য, বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের স্থান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১.৯ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে কি বলেন?
(ii) মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন।
(iii) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কত রকম হয়?
(iv) প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দুইটি ত্রুটি লিখুন।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) মূল্যায়ন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) তে কি বলা হয়?
(ii) মূল্যায়নের সম্পর্কে গ্রোনল্যান্ড-এর বক্তব্য লিখুন।
(iii) পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?
(iv) মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি লিখুন।

(গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) কোঠারী কমিশন মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি সুপারিশ করেন?
(ii) মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
(iii) মূল্যায়নের পরিধি আলোচনা করুন।
(iv) পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য কি?

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত

উত্তর সংকেত—১

(ক) স্থবির, বহুশ্রুত, পণ্ডিত ইত্যাদি।

(খ) স্যাণ্ডলার কমিশন।

(গ) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন।

উত্তর সংকেত—২

(ক) এটি একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি; এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

(খ) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যপূরণের যাচাইকরণ এবং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত পূর্বাভাস প্রদান।

(গ) শিখন অভিজ্ঞতা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং মাত্রা বিচারকরণ।

উত্তর সংকেত—৩

(ক) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ নির্ণয়।

(খ) পরীক্ষার খাতা দেখে নম্বর দেওয়া এবং ১ কেজি চিনি।

(গ) পরিমাণ নির্দিষ্ট একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হয় কিন্তু মূল্যায়ন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় এবং ব্যক্তির বা বস্তুর গুণগত মান নির্ধারণ করা হয়।

উত্তর সংকেত—৪

(ক) ইংরাজী Examination এসেছে ল্যাটিন 'Examin' থেকে।

(খ) মূল্যায়ন ব্যাপক ও বহুমুখী কিন্তু পরীক্ষা সংকীর্ণ এবং একমুখী।

(গ) রচনাধর্মী, মাঝারি, ছোট, নৈর্ব্যাক্তিক।